



34745 - নারীর জন্য অপর নারী বা মাহেরমে পুরুষের সামনে যা কিছু খোলা রাখা জায়যে

প্রশ্ন

বর্তমান যামানায় অনেকে নারী পুরুষ মানুষ না থাকলে মহিলাদের সামনে এত সংকীর্ণ পোশাক পরে থাকেন যে তাদের পিঠি ও পটেরে বড় একটা অংশ খোলা থাকে। আবার অনেকে ঘরে সন্তানদের সামনে একই ধরনের শর্ট পোশাক পরে থাকেন - এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করছেন:

সমস্ত প্রশংসা বশ্বিজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মদে প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

ইসলামের প্রথম যুগের নারীগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং কুরআন ও সূন্যাহর অনুসরণের বরকতে পুতঃপবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। সে সময়ে নারীগণ পরিপূর্ণ শরীর আচ্ছাদনকারী পোশাক পরতেন। নারীদের সামনে অথবা মাহেরমে পুরুষের মধ্যে অবস্থানকালে তারা খোলামলো চলতেন বা অনাবৃত থাকতেন বলে জানা যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, এমনকি নিকট অতীত পর্যন্ত মুসলিম নারীসমাজ এভাবেই চলে এসেছেন। এরপর নানা কারণে অনেকে নারীর মধ্যে পোশাক ও চরিত্রের অবক্ষয় শুরু হয়েছে। সে বিষয়ে বশ্বিদ আলোচনার স্থান এটি নয়।

নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টি ও ময়েদের উপর আবশ্যকীয় পোশাকের ব্যাপারে প্রচুর ফতোয়া আসার পরিপ্রেক্ষিতে ফতোয়া কমিটি মুসলিম নারীকুলকে এই মর্মে অবহতি করছে যে, লজ্জার ভূষণে নিজেকে অলংকৃত করা নারীর উপর ফরজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাকে ঈমানের শাখা আখ্যায়িত করছেন। শরিয়তের বশ্বিদ ও সামাজিক প্রথাগত লজ্জা হচ্ছে- নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে, শালীনতা বজায় রেখে চলবে এবং এমন চরিত্র লালন করবে যা তাকে ফতেনা ও সন্দেহ-সংশয়ের উৎস থেকে দূরে রাখবে। কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ করে- কোন নারী অপর নারীর সামনে তার দেহের ততটুকু অংশ খোলা রাখতে পারবে যতটুকু মাহেরমেদের সামনে খোলা রাখা জায়যে। অর্থাৎ সাধারণতঃ বাড়িঘরে থাকাকালে ও গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে যতটুকু উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ততটুকু। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তারা যেন তাদের স্বামী,



পতি, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যটনকামনামুক্ত পুরুষ ও নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞে বালক ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩১]

এই হলো কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল। সূনাহও এটাই প্রমাণ করে। এর উপরই রাসুলের স্ত্রীগণ, সাহাবায়ে করোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদেরকে সঠিকভাবে অনুসরণকারী মুমনি নারীগণ আজ পর্যন্ত চলতে আসছেন। আয়াতে যাদের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে হয়েছে সেটো হচ্ছে- সাধারণতঃ ঘরে থাকাকালে, গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে যা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং যা ঢেকে রাখা কঠনি। যমেন- মাথা, হস্তদ্বয়, ঘাড় ইত্যাদি। এর চয়ে বেশী কিছু উন্মুক্ত রাখার পক্ষে কুরআন-সূনাহর কোন দলিল নাই। বরং এর চয়ে বেশী উন্মুক্ত করলে নারীর প্রতি নারী আসক্ত হওয়ার দুয়ার খুলে যাবে; বাস্তবে এ ধরনের আসক্তির অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ ধরনের আচরণ অন্য নারীদের জন্য খারাপ উদাহরণ তরী করবে। উপরন্তু এটি অমুসলিমি নারী, বহোয়া ও বেশ্যাদের পোশাক অনুকরণের নামান্তর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে তাদের দলভুক্ত।”[ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ] সহহি মুসলিমি (২০৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়ের কুসুমের রঙে (লাল রং) রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখে বললেন: এগুলো কাফরদের পোশাক। তুমি এগুলো পরবে না।”

সহহি মুসলিমি (২১২৮) আরো এসছে- দুই শ্রমীর জাহান্নামীকে আমি দেখি নাই। এক শ্রমীর মানুষ তাদের কাছে গুরুর লজেরে মত চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর এমন নারী যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও উল্গুগ, নজিে নষ্টা, অন্যকণ্ডে নষ্টকারিনী। তাদের মাথা উটেরে বাঁকা কুঁজেরে মত। তারা জান্নাতেরে প্রবেশ করবে না। জান্নাতেরে ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতেরে ঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।” হাদিসে ‘এমন নারী যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও উল্গুগ’ এ কথা অর্থ হচ্ছে- কোন নারী এমন কোন পোশাক পরা যে পোশাক দহকে আচ্ছাদতি করে না। তাই সে যদিও পোশাক পরছে কিন্তু বাস্তবে সে উল্গুগই থেকে গেছে। যমেন- এমন স্বচ্ছ পোশাক পরা যাত তার চামড়া পর্যন্ত দেখা যায়। অথবা এমন পোশাক পরা যা তার শরীরেরে ভাঁজগুলো পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলে। অথবা এত শর্ট-পোশাক পরা যা তার শরীরেরে সবটুকু অংশ আবৃত করে না।

তাই মুসলিমি নারীর কর্তব্য হলো- মুমনিদেরে মাতবর্গ, সাহাবায়ে করোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদেরকে সঠিকভাবে অনুসরণকারী নারীগণেরে আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। পরদা ও শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। এটি তাদেরকে ফতেনা থেকে দূরে রাখবে, মনেরে মধ্যে খারাপ কামনার উদ্রকে থেকে হফোযত করবে।

অনুরূপভাবে মুমনি নারীদের উপর ফরজ হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যসেব পোশাক হারাম করছেন, যগুলো অমুসলিমি নারীদের পোশাক বা চরিত্রহীন নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যগুলো পরহির করা। আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নকিত থেকে সওয়াব পাওয়ার আশা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এসব পোশাক বর্জন করতে হবে।



এছাড়া প্রত্যকে মুসলিমের উপর ফরজ তার অধীনস্থ নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। অধীনস্থ নারীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নষিদ্ধ, অশ্লীল, সংকীরণ ও উত্তজেক পোশাক পরার সুযোগ না দয়ো। তার জন্যে রাখা উচিত, কয়ামতের দিন প্রত্যকে কর্তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন। তাদের সকলকে যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নকিটবর্তী ও দুআকবুলকারী। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহায্যে কয়ামতের উপর আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। সমাপ্ত।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়া সংকলন (১৭/২৯০)

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়া সংকলনে (১৭/২৯৭) এসছে-

সন্তানদের সামনে ততটুকু খেলা যাবে প্রথাগতভাবে যা খেলা রাখা হয়। যমেন- চহোরা, দুই হাতের কব্জি, দুই বাহু, দুই পা ইত্যাদি। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।